শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

৯ম সংখ্যা । ২০২১

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

হটযোগ আর ভক্তিযোগ

বিশ্বব্যাপী ভক্তমন্ডলীর কাছে লেখা শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজের পত্রাবলী থেকে সারসংক্ষেপ

তোমার প্রশ্ন হঠযোগ সম্পর্কে বলি–হঠযোগ এবং আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির মতো অন্যান্য ব্যাপারগুলি হল অষ্টাঙ্গ যোগ পদ্ধতির অংশ। অষ্টাঙ্গ যোগ পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদগীতায়, বিশেষ করে ষষ্ঠ অধ্যায়ে, উল্লেখ করেছেন। এটা হল আত্ম-উপলব্ধির একটা নির্ভরযোগ্য প্রণালী, অবশ্য যদি কোনও সদগুরুর নির্দেশানুসারে তা যথাযথভাবে অনুশীলন করা হয়। তবে এটা সম্পূর্ণ সম্যক পদ্ধতি নয়। এর দ্বারা মানুষ কেবলই পরমাত্মার উপলব্ধি পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে।

ভক্তিযোগ হল আত্ম-উপলব্ধির সম্যক সম্পূর্ণ পদ্ধতি, যার দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমাত্মা, এবং ব্রহ্মজ্যোতির উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়।

বর্তমান যুগে রহস্যাবৃত যোগপদ্ধতি, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রণালী, যাকে সাধারণত বলা হয় হঠযোগ, তার চর্চা অভ্যাস করা আর তাতে সাফল্য অর্জন করা ভারি কঠিন কাজ। মূলত, শুরুতে জড় জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের আসক্তি থেকে এটা মানুষকে খানিকটা নিবৃত্ত করে রাখার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে, তবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠতে হলে এ সব কিছুই অভ্যাস করবার দরকার হয় না।

ভক্তিযোগের পদ্ধতিটা সম্যকভাবে আত্ম-উপলব্ধির পথে আপনা হতেই পর্যাপ্ত। তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপচর্চার পদ্ধতি এই যুগের পদ্ধতিরূপে অনুমোদিত হয়েছে। ভগবদ্গীতা পাঠ করলে তুমি জ্ঞান যোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ, আর ভক্তিযোগ নামে বিভিন্ন যোগক্রিয়াদির পার্থক্য সম্পর্কে আরও অনেক বিস্তারিত তথ্য পেতে পার।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে দেবহূতির প্রতি উপদেশাবলীর মাঝে কপিল মুনিও তিনটি যোগ পদ্ধতির পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন। তা ছাড়া, প্রথম স্কন্ধের, প্রথম খণ্ডে, পরমতত্ত্বের তিনটি বিষয়-বিচার নিয়ে বিভিন্ন যোগানুশীলনের মাধ্যমে সেইগুলির উপলব্ধি সম্পর্কিত তুলনামূলক আলোচনা করাও হয়েছে । আমার পরামর্শ যে, তুমি আত্ম-উপলব্ধির উদ্দেশ্যে ভক্তিযোগই অনুশীলন কর।

দু' ধরনের পারিবারিক জীবনধারা

এটা ঠিকই যে, তোমার মা-বাবা তোমার বিবাহ দিতে চান। নারীদেহ ধারিণী ভক্তদের পক্ষে বিবাহিত হওয়া এবং কোন কৃষ্ণভাবনাময় স্বামী বা পতির কাছে সুরক্ষিত হয়ে থাকাটাই বেশ ভাল। শ্রীমদ্ভাগবত থেকে কৃষ্ণ ভাবনাময় পারিবারিক জীবনধারা এবং স্বামী আর স্ত্রীর কর্তব্যাদি সম্পর্কে তোমার পড়ে নেওয়া উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে এবং অন্যান্য অংশেও এই বিষয়ে নির্দেশাদি রয়েছে। তুমি লক্ষ্য করবে যে, দু'ধরনের পারিবারিক জীবনধারা থাকে। এক হল গৃহমেধী জীবন, যেখানে ইন্দ্রিয় উপভোগটাই হল একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রহ্লাদ মহারাজ এই ধরনের পারিবারিক জীবনধারাকে একটা অন্ধকূপ বলে বর্ণনা করেছেন এবং ঐ ধরনের জীবনধারার মাঝে যে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখ আমরা উপভোগ করে থাকি, তা অতি নগণ্য।

আর এক ধরনের পারিবারিক জীবনচর্যার নির্দেশ আছে (যাকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন কৃষ্ণ-সংসার)—যে পরিবারবর্গের কেন্দ্রে রাখা হয় শ্রীকৃষ্ণকেই। স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনেই

কৃষ্ণের সেবা করেন এবং কৃষ্ণ যাতে সন্তুষ্ট হন, সেইভাবেই তাঁদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি নিয়ন্ত্রণ করে চলেন। তাঁরা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাঁদের আহার্যাদি নিবেদন করেন এবং প্রসাদ মাত্র সেবন করে থাকেন। তাঁরা কৃষ্ণভাবনাময় পদ্ধতিতে সন্তান লাভ করেন আর ভক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যেই সন্তানদের প্রতিপালন করতে থাকেন। তাঁদের পরিবারবর্গ প্রতিপালনের জন্য তাঁরা কাজ করেন, কিন্তু যদি তাঁদের কোনও অতিরিক্ত অর্থাগম হয়ে থাকে, তাহলে সেটি তাঁরা নিজেরা কিংবা যথাসম্ভব নানা ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলন প্রচারের কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে অর্পণ করে থাকেন। তাঁরা নিয়মিত হরেকৃষ্ণ জপ চর্চা করেন আর তাঁদের বাড়িটিকে একটা ছোটখাটো ঘরোয়া পরিবেশের মন্দির করে তোলেন। তাঁরা কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তজনের সঙ্গেই সংসর্গ রাখেন এবং অন্যান্য বিধিনিয়মাদি মেনে চলেন আর কৃষ্ণভাবনার অগ্রগতির অনুকূলে অনুমোদিত নির্দেশ-উপদেশাবলী অনুসরণ করতে থাকেন। দেখতেই পাচ্ছ, খুবই পরিষ্কার কথা যে, এই ধরনের গৃহস্থালীতে স্বামী আর স্ত্রী দু'জনে অবশ্যই হচ্ছেন ভক্তজন।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ১৭-১৮

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

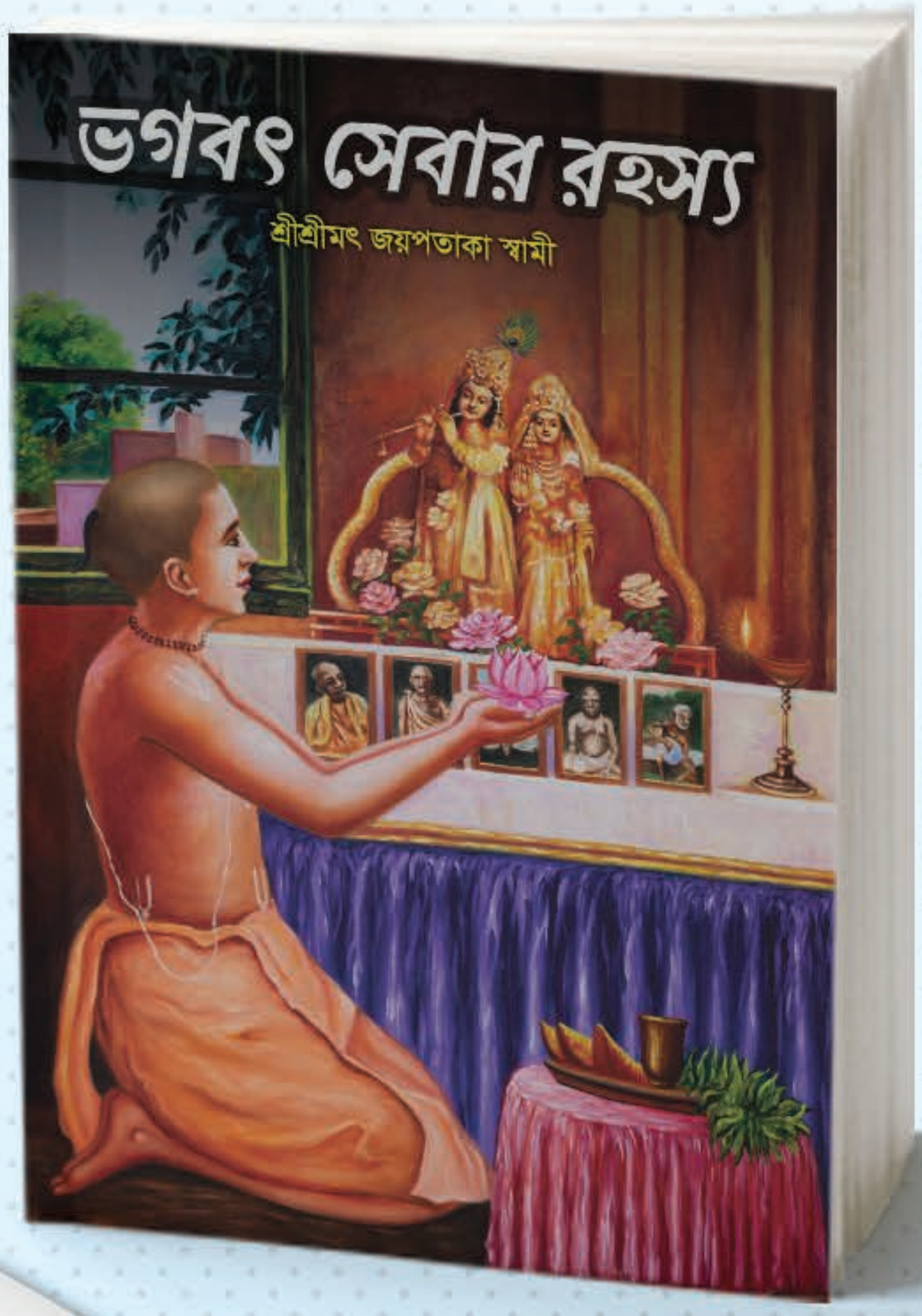

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+919800915553